ফয়যানে সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا

7 March-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদে পাকের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ صَلّٰی عَلَیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ عَشۡراً بِہَا مَلَکٌ مُوَکَّلٌ بِہَا حَتّٰی یُبَلِّغَنِیۡہَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং একজন ফেরেশতা ঐ দরুদে পাক আমার নিকট পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। **(মু'জামে কবীর, ৮/১৩৪, নং: ৭৬১১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ রমযানুল মুবারকের বরকতময়, নুরানী, বসন্তময় সময় অতিবাহিত হচ্ছে, রহমতের অবিরাম বর্ষণ হচ্ছে, প্রতিটি মূহুর্ত বরকতময়, সৌভাগ্যবান ঐ সকল লোক, যারা বাহ্যিক ও

অভ্যন্তরীণ আদব সহকারে রোযা রেখে, খুশিমনে ২০ রাকাত তারাবি পড়ে, সেহেরি ও ইফতারের বরকত অর্জন করে রমযানুল মুবারকের বরকত অর্জন করছে এবং সীমাহীন বঞ্চিত ও হতভাগা হলো ঐসকল লোক, যারা এই মুবারক সময়েও নেকী থেকে বঞ্চিত রয়েছে, রোযা রাখে না, তারাবি পড়ে না বা পড়লেও তবে পরিপূর্ণ পড়ে না, ক্ষমা ও মাগফিরাত এবং রহমতের এই আজিমুশশান মাসেও আল্লাহ পাক ও রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিমূলক কাজ থেকে দূরে রয়েছে। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উম্মত অপমানিত ও অপদস্ত হবে না, যতক্ষণ না তারা মাহে রমযানের হক আদায় করতে থাকবে। আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! রমযানের হক নষ্ট করাতে তাদের অপমানিত ও অপদস্ত হওয়া কী? ইরশাদ করলেন: এই মাসে এর হারাম কাজ করা। অতঃপর ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি এই মাসে ব্যভিচার করলো অথবা মদ পান করলো, তবে আগামী রমযান পর্যন্ত আল্লাহ পাক এবং আসমানে যতো ফেরেশতা আছে সবাই তার উপর অভিশাপ করতে থাকবে, যদি সে ব্যক্তি পরবর্তী রযমান আসার পূর্বে মারা যায়, তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবে না, যা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে। ব্যস তোমরা মাহে রমযানের ব্যাপারে ভয় করো, কেননা যেভাবে এই মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকী বাড়িয়ে দেয়া হয়, ঠিক তেমনিভাবে গুনাহেরও একই ব্যাপার।

(মু'জামে সগির, ৯/৬০, হাদীস: ১৪৮৮)

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে মাহে রমযানকে উত্তমভাবে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিমূলক কাজ করে, প্রতিটি মূহুর্তকে গুরুত্ব দিয়ে, নেকীতে, ইবাদতে, যিকিরে, কবরের কথা স্মরণ করে, মদীনার স্মরণ

অন্তরে ধারন করে, উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ করে, মাতা-পিতার প্রতি আদব প্রদর্শন করে, নিকটাত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করে, প্রতিবেশিদের হক আদায় করে, গরীবদের সাহায্য করে এবং ফয়যানে রমযান দ্বারা খালি ঝুলি পূর্ণ করার তাওফিক দান করো।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ৩ রমযানুল মুবারক আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় কন্যা, সায়্যিদায়ে কায়েনাত, খাতুনে জান্নাত, হযরত সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা, তায়্যিবা, তাহেরা, আবিদা, যাহিদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ওরসে পাক, অতএব আজ আমরা সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পবিত্র জীবনীর কিছু দিক সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! প্রথমে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনি।

ফেরেশতারা চাক্কি পিষতে উপস্থিত হলো

হযরত উম্মে আয়মন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا সাহাবিয়া ছিলেন, তিনি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানীত পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কানিয (বাঁদি) ছিলেন, অতঃপর তাঁর ওফাতের পর উত্তরাধীকার সুত্রে রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আসলেন, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র ছোটবেলায় হযরত উম্মে আয়মন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا খুব খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, এজন্য প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতেন: উম্মে আয়মন আমার দ্বিতীয় মা। **(আসাবা, ৮/৩৫৯)**

হযরত উম্মে আয়মান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: একবার প্রচন্ড গরমের দিন ছিলো, রমযানুল মুবারকের মাস ছিলো এবং দুপুরের সময় ছিলো, আমি খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘরে গেলাম, দরজা বন্ধ ছিলো এবং ভেতর থেকে চাক্কি চলার আওয়াজ আসছিলো।

আগেকার যুগে দানা পিষে আটা তৈরী করার জন্য পাথরের চাক্কি ছিলো আর তা হাতের সাহায্যে চালানো হতো, চাক্কি চলার আওয়াজ আসার অর্থ এটা ছিলো যে, সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ঘরে রয়েছেন আর চাক্কি চালাচ্ছেন, কিন্তু ঘটনা এর বিপরীত ছিলো, সুতরাং দরজার ফাঁক দিয়ে হযরত উম্মে আয়মন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর দৃষ্টি ভেতরে পড়লে, তিনি দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে, চাক্কি চলছে, তাতে দানা পেষা হচ্ছে, পাশে হাসনাইনে কারীমাইন (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) দোলনায় আরাম করছেন আর দোলনাও দুলছে কিন্তু সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا চাক্কির পাশেই মাটিতে আরাম করছেন (অর্থাৎ ঘুমাচ্ছেন)। হযরত উম্মে আয়মন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: এই ঘটনাটি দেখে আমি খুব আশ্চর্য হলাম; চাক্কি নিজে নিজে কেমনে চলছে? হাসনাইনে কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর দোলনাও কিভাবে নিজে নিজে দুলছে? আমি আমার এই আশ্চর্যের বিষয়টি জানার জন্য অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলাম আর বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সায়্যিদা ফাতেমা তো আরাম করছেন কিন্তু চাক্কিও চলছে, দোলনাও দুলছে? এর রহস্য কি? প্রিয় নবীম রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে উম্মে আয়মন! প্রচন্ড গরম, রমযান মাস, ফাতেমা রোযা রেখেছে, আল্লাহ পাক ফাতেমার উপর ঘুমের প্রাধান্য বাড়িয়ে দিয়েছেন যাতে কিছুক্ষণ

আরাম করে নেয় আর সে যেনো গরমের তীব্রতা অনুভব না করে এবং ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন যারা চাক্কি চালাচ্ছে আর দোলনাও দুলাচ্ছে। **(সফিনায়ে নূহ, দ্বিতীয় খন্ড, ৩৫ পৃ:)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! ভাবুন তো! প্রচন্ড গরম আর সেই গরমও আরব শরীফের, মাহে রমযান ও সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا রোযা রেখেছেন। আর অপরদিকে আমাদের এখানে, তেমন গরমও পড়ে না আর যদি কোথাও পড়ে তবে তা এখন ঠান্ডা ঘর, ঘরে ফ্যান রয়েছে, এসি রয়েছে এরপরও আমরা রোযা রাখি না, মনে রাখবেন! রমযান শীতকালে আসুক বা গরমকালে, এর রোযা ফরয এবং তা রাখতেই হবে। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এবং আমাদের মনোভাবের মধ্যে বিরাট একটি পার্থক্যও হলো যে, সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ নেকী, জান্নাত, আখিরাতের সাওয়াব ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির লোভী ছিলেন, তবে ধীরে ধীরে যতই নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরি হায়াতের যুগ থেকে দূরত্ব বাড়ছে, আমরা সুযোগ-সুবিধা পছন্দ করতে লাগলাম, গরমকালের রোযাও যদিওবা যারা রাখার তারা তো রাখেই কিন্তু সাধারণত আকাঙ্খা হয়ে থাকে যে, আহ! রমযানুল মুবারক শীতকালে আসলে খুব ভালো হতো। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর স্বভাবে এর বিপরীত ছিলো, তাঁরা গরমকালের রোযা বেশি পছন্দ করতেন, মাওলায়ে কায়েনাত, আমিরুল মুমিনিন হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি ৩টি জিনিস বেশি পছন্দ করি, এর মধ্যে একটি হলো: صِیَامُ الصَّیۡف গরমকালে রোযা রাখা।

(আর রিয়াদুন নাদরা, বাবুল রাবি, ১/৫২)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে অধিকহারে রোযা রাখার, অধিক ইবাদত, বন্দেগীর সহিত রমযানুল মুবারক অতিবাহিত করার ও এর বরকত অর্জন করার তাওফিক দান করো। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত ঘটনার প্রতি গভীর মনোযোগ দিন! مَاشَآءَاللّٰہ শাহজাদায়ীয়ে মুস্তফা, সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কেমন শান যে, ফেরেশতারা তাঁর খেদমতের জন্য উপস্থিত হতেন।

সায়্যিদায়ে কায়েনাত, সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আমাদের আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে ছোট ও প্রিয় শাহজাদী, এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি নবুয়ত প্রকাশের প্রথম বছর যখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বয়স মুবারক ৪১ ছিলো, মক্কায়ে মুকাররমায় জন্মগ্রহন করেন এবং আরেক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বরকতময় বিলাদত নবুয়ত প্রকাশের ৫ বছর পূর্বে হয়েছে। **(শরহুয যুরক্বানী, আল ফাসলুস সানী, ৪/৩৩১)** তাঁর নাম “ফাতেমা” আল্লাহ পাক রেখেছেন। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: নিশ্চয় আমার মেয়ের নাম আল্লাহ পাক “ফাতেমা” রেখেছেন, কেননা তাঁকে আল্লাহ পাক জাহান্নাম থেকে দূরে করে দিয়েছেন। **(সুবুলুল হুদা, ১১/৫২)** অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: তাঁর নাম ফাতেমা রাখা হয়েছে, কেননা আল্লাহ পাক তাঁকে এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের দোযখ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। **(কানযুল উম্মাল, ১২তম অংশ, ৫০ পৃ:, হাদীস: ৩৪২২২)**

"বতুল" ও "যাহরা" সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর প্রসিদ্ধ উপাধি, প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যেহেতু তিনি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায়ও দুনিয়া থেকে পৃথক ছিলেন, তাই তিনি "বতুল" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৪/৪৫২)** অন্য এক স্থানে মুফতি সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا জান্নাতের কলি ছিলেন অথচ তাঁকে কখনো এমন দেখা যায়নি যার ফলে মহিলারা কষ্ট পেতো আর তাঁর শরীর মুবারক থেকে জান্নাতের সুগন্ধি আসতো, যা হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সুঘ্রাণ নিতেন, এজন্য তাঁর উপাধি "যাহরা" হলো অর্থাৎ জান্নাতের কলি। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৫৩)**

সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মর্যাদা আসমানের তারকার ন্যায় অসংখ্য। বুখারী শরীফে রয়েছে; নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: هِیَ بَضۡعَۃٌ مِنِّی یُرِیۡبُنِی مَا أَرَابَهَا وَیُؤۡذِینِی مَا آذَاهَا ফাতেমা আমার শরীরের অংশ, যেই বিষয়টি তাঁর অপছন্দ হয় তা আমারও অপছন্দ আর যেই বিষয়টি তাঁকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়। **(বুখারী, কিতাব: নিকাহ, ১৩৪৪ পৃ:, হাদীস: ৫২৩০)**

২য় হিজরি সনে হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহ মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে হয় এবং সেই বছর যিলহজ্ব মাসে কনে বিদায় হয়। তাঁর থেকে তিন ছেলে আর তিন মেয়ের জন্ম হয়, তাঁদের নাম: হাসান, হোসাইন ও মুহসিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ। আর মেয়েদের নাম: যায়নব, উম্মে কুলছুম, রুকাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ।

(আল ইকমাল ফি আসমায়ির রিজাল, ৭১৪ পৃ:, ফাতেমাতুল কুবরা, ৮৭ পৃ:)

সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর জাহেরী ওফাত প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের ৬ মাস পর ৩ রমযানুল

মুবারক হয়। তাঁর মাযারে পাক জান্নাতুল বাকীতে অবিস্থত। **(শরহুয যুরক্বানী, আল ফসলুস সানী, ৪/৩৩৬)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ২টি মহান গুণাবলী

হে আশিকানে রাসূল! সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত, হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর গুণাবলি ও মর্যাদা গণনা করা যাবে না, ওলামায়ে কিরাম তাঁর গুণাবলি ও মর্যাদার উপর অসংখ্য কিতাবাদি লিখেছেন, এতো ফযিলত ও উৎকর্ষতা এবং গুণাবলি রয়েছে। অবশ্য আসুন! আমরা তাঁর দুইটি মহান গুণাবলীর ব্যাপারে শুনে বুঝার চেষ্টা করি, এই ২টি গুণাবলির মধ্যে প্রথমটি হলো: সায়্যিদা পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ফাকর আর অন্যটি হলো: তাঁর পরোপকারের প্রেরণা।

সায়্যিদা কায়িনাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ফাকর এর ক্ষেত্রেও অসাধারণ উৎকর্ষতা রাখতেন এবং পরোপকারের ক্ষেত্রেও নিজের উপমা তিনি নিজেই ছিলেন।

ফাকর কাকে বলে

আমাদের সমাজে সাধারণত “ফাকর” শব্দটি দ্বারা দারিদ্রতা ও অসচ্ছলতা বোঝানো হয়, হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আল্লাহর পানাহ! এই অর্থে ফকির ছিলেন না, আল্লাহ পাক বেয়াদবি থেকে রক্ষা করুন! এই হিসেবে তো সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এরচেয়ে বড় ধনী আর

কেউ হতে পারে না, তিনি মালিকে জান্নাত, সাহিবে কাউসার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী, কেই মানুক বা না মানুন সত্য তো এটাই যে, আজও দুনিয়া পবিত্র পাঞ্জেতনের (অর্থাৎ (১) আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (২) তাঁর শাহজাদী হযরত খাতুনে জান্নাত (৩) তাঁর স্বামী মাওলা আলী মুশকিল কোশা আর তাঁদের শাহজাদা (৪-৫) ইমাম হাসান ও ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) এরই সদকা খাচ্ছে, তাঁদের সদকায় পৃথিবীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূলত "ফাকর" সুফিয়ায়ে কিরামদের একটি পরিভাষা, এর অর্থ হলো: আল্লাহ পাক ব্যতীত প্রতিটি জিনিসের প্রতি অমুখাপেক্ষি হয়ে যাওয়া। হযরত আবু বকর শিবলি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যদি কারো দুনিয়ার সমস্ত দৌলত মিলে যায় আর সে একদিনেই তা সদকা ও খয়রাত করে দেয়, অতঃপর তার অন্তরে এই খেয়াল আসে যে, আহ! কিছু টাকা যদি নিজের জন্য রেখে দিতাম, তাহলে এমন ব্যক্তি "ফাকরে" সত্যবাদী নয়।

হযরত আবু আলী দাক্কাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে একটি সত্যিকারের ফকির আসলো, তাঁর পরনে ছিলো চটের পোশাক, হযরত আবু আলী দাক্কাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর একজন শাগরেদ এমনিতেই মজা করতে গিয়ে সেই ফকিরকে বললো: এই পোশাকটি কত দিয়ে কিনেছেন? এখন শুনুন! প্রকৃত ফকির কে হয়ে থাকে, সেই ফকিরটি বললো: এই পোশাকটি আমি দুনিয়ার বিনিময়ে কিনেছি আর আমাকে বলা হয়েছে পরকালের বিনিময়ে এটা বিক্রি করে দিতে কিন্তু আমি সেটাকে বিক্রি করিনি। উদ্দেশ্য হলো যে, এই পোশাকটি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য পরিধান করেছি,

এখন এর বিনিময়ে দুনিয়া তো নয়, জান্নাতও মিলে গেলে তবুও রাজি হবো না, কেননা আমি জান্নাত সৃষ্টিকারী আল্লাহ পাককে চাই।

(রিসালা কুশাইরিয়া, ৪৮০ পৃ:)

এটা হলো প্রকৃত ফাকর, এই ফাকর যখন বান্দার নসিব হয়ে যায় তখন "মুসলমানদের উপকার করার" স্পৃহাও নিজে নিজে অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায়। সায়্যিদায়ে কায়েনাত হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এই অর্থেই "ফাকর" এ অসাধারণ উৎকর্ষতা সম্পন্ন মহিলা ছিলেন।

সুলতানুল ফাকর হযরত শায়খ সুলতান বাহু رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: ফাকরের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে লোক "ফানাফিল্লাহ" হয়ে যায়, অতঃপর অবস্থা এরূপ হয় যে لَایَحۡتَاجُ اِلٰی رَبِّہٖ وَلَا اِلٰی غَیۡرِہٖ অর্থাৎ এরপর বান্দা নিজের প্রতিপালকের নিকট নিজের জন্য কিছু চায় না আর না তিনি ব্যতীত কারো কাছে কোন আশা রাখে বরং আল্লাহ পাক যেই অবস্থায় রাখেন তাতেই খুশি থাকে। শায়খ সুলতান বাহু رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আরও বলেন: যে সকল ব্যক্তিরা ফাকরের এই মহান স্তরে পৌঁছেছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একটি নাম হলো খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর।

(রিসালা রুহী শরীফ, ৯-১২)

হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পরোপকার করার প্রেরণা

ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বড় শাহজাদা, তিনি বলেন: আমি আমার সম্মানীতা আম্মাকে দেখেছি, রাতে মসজিদে বাইতের মেহরাবে (অর্থাৎ ঘরে নামায পড়ার নির্দিষ্ট স্থানে) নামায পড়তে থাকতেন, এমনকি ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যেতো।

(মাদারিজুন নবুয়ত, কিসমে পঞ্জম, যিকরে আউলাদে কিরাম, সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা, ২/৪৬১)

www.dawateislami.net

ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরও বলেন: সম্মানীতা আম্মাজান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا মুসলমান পুরুষ ও নারীদের জন্য অনেক দোয়া করতেন, কিন্তু নিজের জন্য কিছু চাইতেন না। আমি আরয করলাম: আম্মাজান! কি কারণে আপনি নিজের জন্য দোয়া করেন না? বললেন: বৎস! اَلۡجَارُ ثُمَّ الدَّار আগে প্রতিবেশি এরপর ঘর।

(মাদারিজুন নবুয়ত, কিসমে পঞ্জম, যিকরে আউলাদে কিরাম, সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা, ২/৪৬১)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে ২টি মাদানী ফুল প্রতীয়মান হলো:

(১) প্রথম মাদানী ফুল হলো যে, এই ঘটনার আলোকে হযরত খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ফাকর এর অবস্থা দেখুন! ✦ হযরত খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘর মুবারক বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাদাসিদে দেখা যেতো ✦ তাঁর পোশাকে তালি দেয়া থাকতো ✦ জান্নাতের সর্দার হয়েও নিজের চাক্কি নিজেই চালাতেন ✦ ঘরের কাজকর্ম নিজেই করতেন ✦ দিনের পর দিন পর্যন্ত ঘরে অনাহার থাকতো ✦ দিনের পর দিন পর্যন্ত ক্ষুধা খেদমতে হাজিরি দিতো, এরপরও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا সারারাত ইবাদত করতেন, সকল নামায আদায় করতেন কিন্তু নিজের জন্য কিছুই চাইতেন না, এই দোয়া করতেন না যে, মাওলা! ঘরের অভাব দূর করে দাও, উঁচু উঁচু দালান চাইতেন না, নতুন নতুন কাপড় চাইতেন না, অথচ আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর মকবুলিয়্যতের অবস্থা এমন যে, যদি তিনি শুধুমাত্র অন্তরে আশা করতেন তবে আল্লাহ পাক তাঁর আকাঙ্খার চেয়েও বেশি দান করতেন, কিন্তু তিনি চাইতেন না....কেনো? এজন্য যে, তাঁর স্বভাব ছিলো "আল্লাহ পাক যেই অবস্থায় রেখেছেন, সেই অবস্থায় খুশি থাকেন।"

এটাই হলো সেই মর্যাদা, যাকে প্রকৃত অর্থে ফাকর বলা হয়।

(২) অতঃপর এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি মাদানী ফুল রয়েছে, দেখুন! সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا নিজের জন্য কিছু চাইতেন না কিন্তু এর এই অর্থ নয় যে, আল্লাহ পাকের নিকট চাইতেনই না, এরকম নয়, দোয়া করা তো ইবাদত, দোয়া অবশ্যই করতেন কিন্তু নিজের জন্য না, মুসলমানদের জন্য, নিজের আব্বাজান, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসহায় উম্মতদের জন্য দোয়া করতেন। سُبۡحٰنَ اللّٰہ

অনেক সময় গরীব লোক আফসোস করে বলে যে, আহ! আল্লাহ পাক আমাকেও যদি সম্পদ দান করতেন তবে আমিও অপরকে সাহায্য করতাম, নেকী করতাম। এমন লোকদের জন্য এই ঘটনায় অনেক শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ یُنۡفِقُوۡنَ ۙ

(পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমার দেয়া জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে।

এতে "رِزۡق (রিযিক)" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, ওলামায়ে কিরাম এই শব্দটি ব্যাপক হিসেবে নিয়েছেন, অর্থাৎ রিযিক শুধুমাত্র সম্পদকে বলা হয় না বরং আল্লাহ পাকের দেয়া প্রতিটি নেয়ামতই রিযিক এবং আল্লাহ পাকের দেয়া প্রতিটি নেয়ামত আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সদকা। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ৩, ১/১৩৭)** উদাহরণ স্বরুপ ★ আল্লাহ পাক হাত প্রদান করেছেন, ★ হাত দ্বারা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে নেয়া সদকা ★ আল্লাহ পাক পা প্রদান করেছেন, ★ তা দিয়ে হেঁটে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া সদকা ★ আল্লাহ পাক জ্ঞান দান করেছেন, অন্যদেরকে ইলম শেখানো সদকা ★ আল্লাহ পাক দক্ষতা দান

করেছেন, অন্যকে দক্ষতা শিক্ষা দেয়াও সদকা, যেই নেয়ামত আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন, সেই নেয়ামত আল্লাহ পাকের রাস্তায়, মুসলমান ভাইদের জন্য ব্যয় করা সদকা, যদিওবা আমরা কাউকে কিছু দিতেও না পারি বরং আপন মুসলমান ভাইয়ের সাথে যখন সাক্ষাত হয় তখন হাসিমুখে সাক্ষাত করা, এটাও সদকা।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ যেই বিষয়টি সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর স্বভাব মুবারক থেকে পাওয়া যায় তা হলো, আমরা আর কিছু করতে পারি বা না পারি কমপক্ষে মুসলিম ভাইদের জন্য দোয়া তো করতে পারি, এটাও পরোপকার করা এবং এরও اِنۡ شَآءَ اللّٰہ সাওয়াব পাওয়া যাবে। আমরা সাধারণত দোয়া করার ক্ষেত্রে অলসতা করে থাকি, অথচ দোয়া করতে কোন টাকা খরচ হয় না, এরপরও আমরা অন্যদের জন্য তো দোয়া করবো দূরের কথা নিজের জন্যও দোয়া অনেক কম করে থাকি, যদি আমরা নিজেদের জন্যও দোয়া করি এবং পাশাপাশি অপরকেও নিজের দোয়ায় স্মরণ রাখি তবে এর যে সাওয়াব পাওয়া যাবে, তা আমাদের অনুমান ও কল্পনায়ও আসতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে, আল্লাহ পাক তাকে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পরিবর্তে একটি করে নেকী দান করবেন। **(জামে সগির, ৫১৩ পৃ:, হাদীস: ৮৪১৯)**

হে আশিকানে রাসূল! অনুমান করুন! হযরত আদম عَلَیۡہِ السَّلَام থেকে শুরু করে এখন অবধি বিলিয়ন বিলিয়ন মুসলমান দুনিয়াতে এসে গেছে, শুধুমাত্র এতটুকু দোয়া করতে হবে: اَللّٰھُمَّ اغۡفِرۡ لِیۡ وَ لِکُلِّ مُؤۡمِنٍ وَّ مُؤۡمِنَۃٍ (হে আল্লাহ পাক! আমার ও সমস্ত মুসলমান নর-নারীকে মাগফিরাত দান করো) এর বরকতে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ বিলিয়ন বিলিয়ন নেকী অর্জিত হবে।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে অধিকহারে দোয়া করার তাওফিক দান করো, মাহে রমযান তো এমনিতেও اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ দোয়া করার মাস, মাহে রমযানে ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়, সেহেরির সময় দোয়া কবুল হয়, সুতরাং আমাদের উচিত যে, অধিকহারে দোয়া প্রার্থনা করা। আল্লাহ পাক তাওফিক দান করো। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

নেক আমল নম্বর ২২

হে আশিকানে রাসূল! মুসলমানদেরে উপকার করতেও অপরের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে, নেককার হতে এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়ার মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করুন! “৭২টি নেক আমল” এর উপর আমল ও আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করুন! اِنۡ شَآءَ اللّٰہ এর অসংখ্য বরকত নসিব হবে। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর প্রদানকৃত “৭২টি নেক আমল” এর একটি, নেক আমল নম্বর ২২ হলো যে, আপনি কি আজ আপনার ঘরের জানালা দিয়ে অকারণে বাইরে উঁকি তাছাড়া অন্য কারো দরজা ইত্যাদি দিয়ে তাদের ঘরের ভেতরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছেন? এই নেক আমলটিও প্রতিবেশি ও মুসলমানদের হকের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং এর উপর আমলের বরকতে আমরা অনেক গুনাহ থেকেও বাঁচতে পারবো। নেক আমলের উপর স্বয়ং নিজেও আমল করুন এবং অপরকেও এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ফাকর, দানশীলতা ও পরোপকারের ব্যাপারে আরও একটি ঘটনা শ্রবণ করি: তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে রয়েছে: একবার হাসনাইনে কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন হযরত আলীউল মুরতাদা, হযরত ফাতেমাতুয যাহরা এবং তাঁর কানিয হযরত ফিদ্দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ, এই তিনজন মনিষী মান্নত করলেন যে, আল্লাহ পাক হাসনাইনে কারীমাইনকে رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا আরোগ্য দান করলে তবে আমরা তিনজন ৩টি করে রোযা রাখবো, আল্লাহ পাক হাসনাইনে কারীমাইনদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا আরোগ্য দান করলেন, এখন হযরত আলীউল মুরতাদা, হযরত ফাতেমাতুয যাহরা ও তাঁদের কানিয হযরত ফিদ্দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ মান্নত পূরণ করার জন্য রোযা রাখলেন, হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিছু যব আনলেন, যাতে তা দিয়ে রুটি বানিয়ে ইফতার করতে পারে, হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا প্রথমদিন রুটি বানালেন, খাবার রাখা হলো, সূর্য অস্ত যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে রইলেন, ইতিমধ্যে দরজায় কড়াঘাত হলো আর একজন মিসকিন ডাক দিলো: হে সাআদাতে কিরাম! আমি মিসকিন! ক্ষুধার্ত। এই মহা মনিষীগণ ঘরে বানানো রুটিগুলো নিয়ে মিসকিনকে দিয়ে দিলেন এবং পানি দিয়েই ইফতার করে নিলেন, পরদিন দ্বিতীয় রোযা রাখা হলো, সন্ধ্যা হলো, রুটি প্রস্তুত করা হলো, দস্তরখানা বিছানো হলো, সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা করা হচ্ছিলো, এমন সময় দরজায় কড়াঘাত হলো, আওয়াজ আসলো: আমি এতিম, খুব ক্ষুধার্ত। দানশীলতার প্রতিবিম্ব এই মনিষীগণ আজও সমস্ত রুটি এতিমকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা পানি দিয়েই ইফতার করে নিলেন, তৃতীয় রোযা রাখলেন, সন্ধ্যা হলো, দস্তরখানা বিছানো হলো, সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা

করা হচ্ছিলো, এমন সময় আবারো দরজায় আঘাত করা হলো, আওয়াজ আসলো: আমি কয়েদি, ক্ষুধার্ত। তৃতীয় দিনও এই পবিত্র মনিষীগণ সমস্ত রুটি সেই ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন আর নিজেরা পানি দিয়েই ইফতার করে নিলেন। **(খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ২৯, সূরা দাহার, আয়াতের পাদটিকা: ৮-৯, পৃ: ১০৭৩)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! নবী পরিবার ৩টি রোযা রাখলেন আর তিনটি রোযা পানি দিয়েই ইফতার করলেন, আল্লাহ পাক তাঁদের এই কাজগুলো পছন্দ করলেন আর আল্লাহ পাক পারা ২৯, সূরা দাহারের ৮ ও ৯ নং আয়াত অবতীর্ণ করলেন, ইরশাদ হচ্ছে:

وَ یُطۡعِمُوۡنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّہٖ مِسۡکِیۡنًا وَّ یَتِیۡمًا وَّ اَسِیۡرًا ﴿۸﴾ اِنَّمَا نُطۡعِمُکُمۡ لِوَجۡہِ اللّٰہِ لَا نُرِیۡدُ مِنۡکُمۡ جَزَآءً وَّ لَا شُکُوۡرًا ﴿۹﴾

(পারা: ২৯, সূরা দাহার, আয়াত: ৮-৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আহার করায় তাঁর ভালোবাসার উপর মিসকিন, এতিম ও বন্দীকে। তাদেরকে বলে, 'আমরা একমাত্র আল্লাহরই (সন্তুষ্টির) জন্য তোমাদেরকে আহার্য প্রদান করছি, তোমাদের কাছ থেকে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা চাইনা।'

হে আশিকানে রাসূল! রমযান কিভাবে অতিবাহিত করা উচিত? এই প্রশ্নটি হয়তো প্রতিবছর রমযানের চাঁদ দেখে আমাদের মাথায় এসে থাকে, সায়্যিদায়ে কায়েনাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘর মুবারকের এই শিক্ষনীয় ঘটনা এই প্রশ্নটির কি সুন্দর উত্তর দিয়ে দিলো যে, রমযান মাস হলো ধৈর্যধারনের মাস সুতরাং ধৈর্যের মাধ্যমে কাটাতে হবে, রমযানুল মুবারক হলো সহানুভূতি ও কল্যাণের মাস, সুতরাং সহানুভুতি ও কল্যাণের মাধ্যমেই অতিবাহিত করতে হবে। যদি আমরা গরীব, অসহায় এতিম, মিসকিনদের সাহায্য করার প্রেরণায় সেহেরি ও ইফতারের আইটেম কিছুটা

কমিয়ে দিই, সেহেরি ও ইফতারের দস্তরখানা সুন্নাত অনুসরণের নিমিত্তে সাদাসিদেভাবে করে নিই আর তা ঐ সকল গরীব যে বেচারারা দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির কারণে খেজুরও কেনার সামর্থ্য রাখে না, রমযানুল মুবারক সুন্দরভাবে অতিবাহিত করতে পারে না, তাদেরকে আমরা সাহায্য করি, তাদের মঙ্গল করি তবে কতো নেকী আর তাও মাহে রমযানে অর্জন করার সৌভাগ্য আমরা অর্জন করে নিবো। আল্লাহ পাক সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সদকায় আমাদেরকে ফাকর অবলম্বন করার, আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করার, মুসলমানদের সাহায্য করার মাধ্যমে, গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে পুরো রমযান নেকীতে অতিবাহিত করার তাওফিক দান করো। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✸ সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঈসালে সাওয়াবের জন্য খুব বেশি বেশি দান ও সদকা করুন, দাওয়াতে ইসলামীর বিভিন্ন বিভাগের জন্যও যতটুকু পারেন অংশ নিন এবং পাশাপাশি নিজের ঘরেও ফাতেহা শরীফ, খতমে পাক ও সামর্থ্য অনুযায়ী খাবারেরও ব্যবস্থা করুন। ✸ সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব “শানে খাতুনে জান্নাত” পড়ুন, অপরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করুন ✸ আর اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ রমযানুল মুবারকে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ প্রতিদিন ২টি মাদানী মুযাকারা করে থাকেন (অর্থাৎ আশিকানে রাসূলের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন), একটি মাদানী মুযাকারা আসরের পর আরেকটি তারাবীর নামাযের পর। ৩ রমযানুল মুবারকেও

www.dawateislami.net

اِنۡ شَآءَ اللّٰہ মাদানী মুযাকারা হবে, এতেও অবশ্যই অংশগ্রহন করবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইলম ও আমলের তাওফিক দান করো এবং শাহজাদীয়ে মুস্তফা, সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ফয়যান নসিব করো।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রোযার নিয়্যতের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর কিতাব "ফয়যানে রমযান" থেকে রোযার নিয়্যত সম্পর্কিত কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। ✹ রমযানের রোযা পালন ও মান্নত এবং নফল রোযার জন্য নিয়্যতের সময় সূর্যাস্তের পর থেকে দাহওয়ায়ে কুবরা অর্থাৎ শরয়ী অর্ধ দিনের পূর্ব পর্যন্ত, এই পুরো সময়ের মধ্যে আপনি যখনই নিয়্যত করে নিবেন, রোযা হয়ে যাবে। **(রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৩২)** ✹ নিয়্যত অন্তরের ইচ্ছার নাম, মুখ দিয়ে বলা শর্ত নয়, কিন্তু মুখ দিয়ে বলা মুস্তাহাব ✹ যদি রাতে রমযানের রোযার নিয়্যত করেন তবে এইভাবে বলবেন:

نَوَیۡتُ اَنۡ اَصُوۡمَ غَدًا لِلّٰہِ تَعَالٰی مِنۡ فَرۡضِ رَمَضَان۔

অনুবাদ: আমি নিয়্যত করছি যে, আল্লাহ পাকের জন্য এই রমযানের ফরয রোযা আগামিকাল রাখবো। ✹ যদি দিনে নিয়্যত করেন তবে এইভাবে বলুন:

نَوَیۡتُ اَنۡ اَصُوۡمَ ھٰذَا الۡیَوۡمَ لِلّٰہِ تَعَالٰی مِنۡ فَرۡضِ رَمَضَان۔

অনুবাদ: আমি নিয়্যত করছি যে, আল্লাহ পাকের জন্য এই রমযানের ফরয রোযা রাখবো। **(রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৩২)** ✹ আরবিতে নিয়্যতের

www.dawateislami.net

শব্দাবলি আদায় করা তখনই গন্য হবে যখন এর অর্থও জানা থাকে। আর এটাও মনে রাখবেন যে, মুখে নিয়্যত করা, যে ভাষাতেই হোক না কেনো, তা তখনই কার্যকর হবে যখন তার অন্তরেও নিয়্যত বিদ্যমান থাকবে। (প্রাগুক্ত) ✸ নিয়্যত নিজের মাতৃভাষায়ও করা যায়। (রদ্দুল মুহতার, ২/৩৩২) ✸ যদি দিনের বেলায় নিয়্যত করেন তবে জরুরী হলো যে, এই নিয়্যত করা যে, আমি সকাল থেকে রোযাদার। যদি এইভাবে নিয়্যত করা হয় যে, এখন থেকে রোযাদার সকাল থেকে নই, তবে রোযা হবে না।

(আল জাওহারাতুন নাইয়্যিরা, ১/১৭৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ঘোষণা

রোযার নিয়্যতের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে সুতরাং তা জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ০৬ মার্চ ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট,
(৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

রোযার নিয়্যতের অবশিষ্ট মাদানী ফুল

আপনি যদি এভাবে নিয়্যত করেন যে, কাল কোথাও দাওয়াত থাকলে তবে রোযা রাখবো না আর না থাকলে তবে রোযা রাখবো । এই নিয়্যতটি সহীহ নয়। অতএব আপনি রোযাদার হননি। **(আলমগিরি, ১/১৯৫)** ✸ মাহে রমযানের দিনে না রোযা নিয়্যত করেলো আর না এটা যে "রোযা রাখবো না" যদিওবা জানা থাকে যে, এটা রমযান মাস তবে রোযা হবে না। **(আলমগিরি, ১/১৯৫)** ✸ সূর্যাস্তের পর থেকে রাতের যেকোন সময়েও নিয়্যত করলো এরপর রাতেই পানাহার করলো তবে নিয়্যত ভঙ্গ হলো না, পূর্বের সেই নিয়্যতটাই যথেষ্ট পূনরায় নিয়্যত করা জরুরী নয়। **(আল জাওহারাতুন নায়্যারা, ১/১৭৫)** ✸ আপনি যদি রাতে রোযার নিয়্যত তো করলেন কিন্তু আবার রাতেই দৃঢ় সংকল্প করে নিলেন যে, রোযা রাখবো না। তবে এখন আপনার করা নিয়্যত রহিত হয়ে যাবে। ✸ যদি নতুন নিয়্যত না করেন এবং সারাদিন রোযাদারের মতো ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকেনও তবে আপনি রোযাদার হিসেবে গণ্য হবেন না। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৪৫)** ✸ রোযার মাঝখানে ভঙ্গ করার শুধুমাত্র নিয়্যত করে নেয়াতে রোযা ভঙ্গ হবে না, যতক্ষণ না ভঙ্গ হয় এমন কিছু না করে। **(আল জাওহারাতুন নায়্যারা, ১/১৭৫)** ✸ সেহেরিতে খাওয়াও নিয়্যতই। ✸ মাহে রমযানের রোযার জন্য হোক বা অন্য কোন রোযার জন্য, কিন্তু যখন সেহেরি খাওয়ার সময় এই ইচ্ছা

www.dawateislami.net

থাকে যে, রোযা রাখবো না, তবে এই সেহেরি খাওয়া নিয়্যত নয়। **(আল জাওহারাতুন নায়্যারা, ১/১৭৬)** ✸ রমযানুল মুবারকের প্রতিটি রোযার জন্য নতুন নিয়্যত করা জরুরী। ✸ প্রথম তারিখ অথবা যেকোনও তারিখে যদি পুরো রমযান মাসের রোযার নিয়্যত করে নিলেও তবে এই নিয়্যত শুধুমাত্র সেই দিনের জন্যই হবে, অন্যান্য দিনের জন্য নয়। **(প্রাগুক্ত)** ✸ নামাযের মাঝখানেও যদি রোযার নিয়্যত করা হয় তবে সেই নিয়্যতটিও সঠিক।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৪৫) (ফয়যানে রমযান, ৯৮৫ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। যথা;

اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُکَ مِنۡ فَضۡلِکَ ۔

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

(খযিনায়ে রহমত, ৮৭ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ **৩১৩** বার দরূদ শরীফ পড়া হয়নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

www.dawateislami.net

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে

www.dawateislami.net

উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি

www.dawateislami.net

করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net